বাংলাদেশের ইপিজেডগুলোতে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারের ওপর বাণিজ্য সুবিধা নির্ভরশীল

রাষ্ট্রদুত হ্যারি কে. টমাস, জুনিয়র

(নিম্নোক্ত নিবন্ধটি সম্প্রতি ঢাকায় আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সে প্রদত্ত ভাষণের ওপর ভিত্তি করে রচিত।)

প্রেসিডেন্ট বুশ গত ১লা জুলাই, ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিষয়ক সাধারণ অগ্রাধিকার ব্যবস্থা কার্যক্রম (জিএসপি) সম্প্রসারিত করে একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। এই কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশসহ ১৪০টির বেশি উন্নয়নশীল দেশ ৫ হাজারের বেশি ধরনের পণ্য বিনা শুল্কে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে। জিএসপি কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বাণিজ্য সুবিধা সৃষ্টি করা এবং ব্যাপক-ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা। ঘোষণায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বাণিজ্য সুবিধা দেয়ার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দেয়া হয়েছে। গত বছর জিএসপি কার্যক্রমের অধীনে ১৭৫০ কোটি ডলার মূল্যের আমদানি পণ্য বিনা শুল্কে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে।

জিএসপি কার্যক্রম এর সুবিধাভোগী দেশগুলোকে পণ্য, সার্ভিস ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক বাঁধা দুর বা হ্রাস করতে, শ্রমিকদের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সকল অধিকার প্রদান করতে উৎসহিত করে। শিশু শ্রম দুর করতে কঠোর আইন প্রণয়নে, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে এবং মেধা সম্পদের কার্যকর সুরক্ষার ব্যবস্থা করতেও জিএসপি উৎসাহ দিযে থাকে। জিএসপি কার্যক্রম প্রাথমিকভাবে ১০ বছর মেয়াদের জন্য ১৯৭৪ সালে প্রবর্তিত হয় এবং পরে এর মেয়াদ কয়েকবার সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

কোন দেশ বা কোন পণ্যের জিএসপি সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতা রদ করার জন্য আর্জি জানানো হলে তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তে কোন দেশ জিএসপি সুবিধা হারাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জিএসপির সুবিধাভোগী দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের মেধা সম্পদ পর্যাপ্তভাবে ও কার্যকরভাবে সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হলে অথবা শ্রমিকদের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অধিকার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হলে তাদের জন্য জিএসপি সুবিধা রদ করা হতে পারে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রম মানদন্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে সংগঠন করার অধিকার, যৌথ দরকষাকষির অধিকার, জোর করে বা বাধ্যতামুলক শ্রম নিষিদ্ধকরণ, শিশুদের কাজে নিয়োগের ন্যূনতম বয়স, কর্মস্থলের গ্রহণযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করার অধিকার। এগুলো শ্রম বিষয়ে আমেরিকান মানদন্ড নয়, এগুলো আন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত মানদন্ড, যা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মতো আন্ত র্জাতিক সংগঠনগুলো তৈরি করেছে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্য। সমিতি করার স্বাধীনতা এবং

সংগঠিত হওয়ার অধিকার সংক্রান্ত আইএলও সনদ ৮৭ সহ আইএলও'র প্রায় সব মূল সনদ বাংলাদেশ অনুমোদন করেছে।

১৯৯৩ সাল থেকে শুরু করে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে বিনা শুল্কে ৩০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছে এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে যে বাংলাদেশ ২০০৪ সালের ১লা জানুয়ারির আগে তার দুটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় শ্রমিকদের সংগঠন করার অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। **ইপিজেডগুলোতে আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ড নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ১৩ বছর ধরে যে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা চলছে তার সমাপ্তি ঘটবে ২০০৪ সালের জানুয়ারিতে।** ইপিজেডগুলোতে ইউনিয়ন করার অধিকার সম্প্রসারিত করার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বাংলাদেশকে জিএসপি সুবিধার আওতায় গ্রহণ করা হয়েছে। ইপিজেডগুলোতে শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার সম্প্রসারিত না করলে যুক্তরাষ্ট্রর ২০০৪ সালের ১লা জানুয়ারির পর বাংলাদেশকে জিএসপি সুবিধা দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ নয়।

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি শ্রমিক অধিকার সংরক্ষণ করা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বাণিজ্য আইনে অত্যাবশ্যকীয়। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে পেশকৃত ২০০৩ সালের "মিডল ঈস্ট ট্রেড অ্যান্ড এনগেজমেন্ট অ্যাক্ট" এমন একটি দৃষ্টান্ত। খসড়া আইন প্রস্তাবটির ৪ক ধারার (১)জ'তে সুবিধাভোগী দেশগুলোকে "সমিতি করার, সংগঠিত হওয়ার ও যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার, জোর করে বা বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ করার, শিশুদের কাজে নিয়োগের ন্যূনতর বয়স নির্ধারণের এবং কর্মস্থলের গ্রহণযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রমিক অধিকার সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে।" যুক্তরাষ্ট্রের সকল দ্বিপক্ষীয় অবাধ বাণিজ্য চুক্তি এবং আফ্রিকান ও ক্যারিবীয় দেশসমূহের আঞ্চলিক চুক্তিসমূহেরও এটি একটি শর্ত।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতারা তাদের পণ্য ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে একটি দেশ অবাধে সমিতি করার অধিকারসহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রমিক অধিকার সমর্থন করে কিনা তার ওপর বেশি করে নির্ভর করছে। যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য রপ্তানিকারী কলকারখানগুলো তাদের প্রতিষ্ঠানে এইসব মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করে ক্রেতা সচেতনতার এই ক্রমবর্ধমান প্রবণতার সুযোগ নিতে পারে। আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ড মেনে চলা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের কার্যকারিতা ধরে রাখতে সহায়ক।

বাংলাদেশ জিএসপি সুবিধা হারাক যুক্তরাষ্ট্র সরকার তা চায় না। বস্তুত আমরা চাই বাংলাদেশ যেন জিএসপি কার্যক্রমের আরো বেশি সুবিধা গ্রহণ করে তার রপ্তানি বহুমুখী করে তুলতে পারে। বাংলাদেশ গত বছর জিএসপি কার্যক্রমের আওতায় আনুমানিক ৪ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য বিনা শুল্কে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করলেও, সে এই কার্যক্রমের পুরো সুবিধা কাজে লাগাতে পারেনি। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলো জিএসপির আরো বেশি সুবিধা কিভাবে গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের অর্থনৈতিক শাখা সম্প্রতি

কয়েকটি সেমিনারে ব্যাখ্যা করেছে। কয়েকটি বাংলাদেশী কোম্পানি এই কার্যক্রমে প্রদত্ত সুবিধাগুলো খুঁজে দেখতে শুরু করেছে।

জিএসপির আওতায় বাংলাদেশের সর্বাধিক সুবিধা লাভের সর্বোত্তম সুযোগ আসবে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে সমিতি করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে শ্রম বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মৌলিক মানদন্ড সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে।

=======

জিআর/ ৭ই অক্টোবর, ২০০৩

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮১৬৭৭; ই-মেইল: ফযধশধ@ঢ়ফ.ংঃধঃব.মড়া এবং ডবনংরঃব: যঃঃঢ়://ীীী.ংবসনধংু-ফযধশধ.ড়ৎম) যোগাযোগ করুন।